



279568 - যবে ব্যক্ত ইফরাদ হজ্জ করছেন; কনিতু তনি তাওয়াফে কুদুম (আগমনী তাওয়াফ) করছেন এবং উমরার নয়িতে সাঈ করছেন

প্রশ্ন

আমি একদল দ্বীনদার যুবকরে সাথে ইফরাদ হজ্জ আদায় করছি। আমি যখন মক্কায় পৌঁছেছি তাদরেকবে বলছি: আমরা এখন কী করব? তারা বলল: আমরা তাওয়াফ করব ও সাঈ করব। আমি তাদরেকবে বললাম: অর্থাৎ উমরা? আমি উমরার নয়িতে তাওয়াফ ও সাঈ করছি। আমি জানতাম না যে, তাওয়াফ ও সাঈ হজ্জরে জন্য এবং আমার উপরে কোন উমরা নাই। এমতাবস্থায় আমার হজ্জ কিসহি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ইফরাদ হজ্জকারী হচ্ছনে যনিকবেল হজ্জরে নয়িত করনে এবং হজ্জরে আগে কোন উমরা করনে না। এমন হজ্জকারী যখন মক্কায় পৌঁছবনে তনি তাওয়াফে কুদুম (আগমনী তাওয়াফ) আদায় করবনে। তার জন্য এটিকরা সুন্নত; ওয়াজবি নয়। তনি চাইলে তাওয়াফরে পর সাঈও করতে পারনে। যদি তনি সাঈ করনে তাহলে এটিক হজ্জরে সাঈ হিসেবে যথেষ্ট হবে। ফকিহবদি অধিকাংশ আলমেরে মতানুযায়ী: এরপর তাকে আর সাঈ করতে হবে না।

আল-বুহুতী 'কাশশাফুল ক্বনি' গ্রন্থে (২/৪১১) বলেন: "ইফরাদ হজ্জরে নয়িম হচ্ছ: হজ্জরে ইহরাম বাঁধবে। যখন হজ্জ সম্পাদন শেষে করবে তখন ইসলামেরে উমরা (ফরয উমরা) পালন করবে; যদি আগে পালন করে না থাকে।"[সমাপ্ত]

'আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া' গ্রন্থে (২৯/১২১) রয়েছে: তাওয়াফুল কুদুম (আগমনী তাওয়াফ): এটিকে তাওয়াফুল কাদমি (আগমনকারীর তাওয়াফ), তাওয়াফুল উরুদ (উপস্থতিমূলক তাওয়াফ), তাওয়াফুল তাহিয়া (শুভেচ্ছামূলক তাওয়াফ)ও বলা হয়। যহেতে এ তাওয়াফ আদায় করার বখান হচ্ছ মক্কার বাহরিতে থেকে আগমনকারী ও অবতরণকারীর জন্য; বাইতুল্লাহর প্রতি শুভেচ্ছাস্বরূপ। এ তাওয়াফকে তাওয়াফুল লক্বিবা (সাক্ষাতমূলক তাওয়াফ) ও তাওয়াফু আওয়ালু আহদনি বলি বাইত (বাইতুল্লাহর প্রথম সাক্ষাতের তাওয়াফ)ও বলা হয়।

হানাফি, শাফয়ি ও হাম্বলি মাযহাবেরে মতানুযায়ী মক্কার উদ্দেশ্যে বহরিাগত হাজীদরে জন্য তাওয়াফে কুদুম সুন্নত ও প্রাচীন গৃহের প্রতি শুভেচ্ছাজ্ঞাপন। তাই অবলিম্বে এ তাওয়াফ শুরু করা মুস্তাহাব।"[সমাপ্ত]



দুই:

যদি আপনিতাওয়াফ ও সাঈ করত থাকনে এবং হালাল না হয়ে থাকনে তাহলে আপনিত ইফরাদ হজ্জেরে উপরে বলবৎ আছনে। আপনার হজ্জ সহি। আপনিত যত উমরার নয়িত করছনে এতে কোন অসুবধিত হবত না। কোননা উমরাকে হজ্জেরে মধ্যত প্রবশে করালে জমহুর ফকিহবদিদরে নকিত এর কোন প্রভাব নাই।

কাশশাফুল ক্বনিত গ্রন্থত (২/৪১২) বলনে: "যদি কটে হজ্জেরে ইহরাম বাঁধত এরপর এর মধ্যত উমরাকে প্রবশে করায় তাহলে তার উমরার ইহরাম শুদ্ধ হবত না। কোননা এর কোন প্রভাব পড়নে এবং এর থেকে সত কোন উপকৃত হয়নি; তবত পূর্বকৃত বযিত "সত ক্বরিত হজ্জকারী হবত না" এর বপিরীত। কোননা দ্বিতীয় ইহরামরে মাধ্যমত তার উপর কোন কছিত আবশ্যক হয় না।"[সমাপ্ত]

আর যদি আপনিত হালাল হয়ে যান অরথাৎ চুল কটে ফলনে কথিতা মাথা মুণ্ডন করে ফলনে, নিজস্ব (সাধারণ) পশোক পরধিত করে ফলনে। তাহলে সত উমরা। সত ক্বতেরেও কোন অসুবধিত নাই। কারণ ইফরাদ হজ্জকারীর জন্য তার হজ্জকত উমরাতত পরবির্তন করা মুস্তাহাব; যদি সত নিজরে সাথে হাদিত (কোরবানীর পশু) না আনত। এরপর সত আট তারখিত হজ্জেরে ইহরাম বাঁধবত।

কাশশাফুল ক্বনিত গ্রন্থত (২/৪১৫) বলনে: "যত ব্যক্তিত ক্বরিত হজ্জকারী কথিতা ইফরাদ হজ্জকারী তাদরে জন্য তাদরে হজ্জেরে নয়িতকত বাতলিত করে তাদরে ইহরামরে মাধ্যমত কেবল উমরার নয়িত করা সুননত। যখন তারা উমরা সমাপ্ত করে হালাল হবনে তখন তারা হজ্জেরে ইহরাম বাঁধবনে যাতত করে তারা তামাত্তু হজ্জকারী হতত পারনে; যদি নি তাহা হাদী সাথে না আননে। যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছত য, তাঁর সাহাবীবর্গরে মধ্যত যারা ইফরাদ হজ্জ ও ক্বরিত হজ্জেরে ইহরাম বঁধেছলিত তনিত তাদরে সকলকত হালাল হয়ে যাওয়ার নরিদশে দয়িছলিনে এবং তাদরে আমলকত উমরাতত পরবির্তন করার নরিদশে দয়িছলিনে; কেবল যনিত সাথে করে হাদী এনছনে তনিত ছাড়া। মুত্তাফাকুন আলাইহি"[সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

"হজ্জকত উমরাতত পরবির্তন করে তামাত্তু হজ্জকারী হওয়া: সুননতত মুয়াক্কাদা; ওয়াজবি হিসিবে কথিতা জোর তাগদিত হিসিবে। তবত সঠকিত মতানুযায়ী, হজ্জকত বাতলিত করে উমরায় পরবির্তন করা ওয়াজবি নয়; কনিতু এটি তাগদিতপূরণ।"[আশ-শারহুল মুমর্তিত (১০/৩১৫) থেকে সমাপ্ত]

হজ্জকত বাতলিত করার দললিত হল:

ইমাম মুসলমিত (১২১৭) কর্তৃক সংকলনিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে হজ্জ করার পদ্ধতি সংক্রান্ত জাবরে



(রাঃ) এর হাদিস। তাতে তিনি বলেন: "সর্বশেষে তাওয়াফে যখন তিনি মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছলেন, তখন (লোকদের সম্বোধন করে) বললেন: যদি আমি আগের ব্যাপারটি বুঝতে পারতাম, তাহলে আমি সাথে করে কুরবানীর পশু আনতাম না এবং হজ্জের ইহরামকে উমরায় পরিবর্তন করতাম। অতএব তন্মাদরে মধ্যে যার সাথে কুরবানীর পশু নাই সে যেন হালাল হয়ে যায় এবং একে উমরায় পরিণত করে। এ সময় সুরাকা বনি মালিকি বনি জু'শুম (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই পদ্ধতি কি আমাদের এ বছরের জন্য; না সর্বকালরে জন্য? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের আংগুলগুলো পরস্পরেরে ফাঁকে ঢুকালেন এবং দু'বার বললেন: উমরা হজ্জের মধ্যে প্রবশে করছে। আরও বললেন: না; বরং সর্বকালরে জন্য, সর্বকালরে জন্য।"

এর মাধ্যমে প্রতীয়মান হল যে, উভয় অবস্থাতে আপনার হজ্জ সহি। তবে, প্রথম অবস্থায় আপনার হজ্জ হবে ইফরাদ। আর দ্বিতীয় অবস্থায় আপনার হজ্জ হবে তামাত্তু; সেক্ষেত্রে আপনার উপর তামাত্তু হজ্জের হাদী (কোরবানী পশু) জবাই করা আবশ্যিক হবে।